অ্যালঝাইমার্স রোগীদের জন্য ৫০ কোটি ডলার দান গেটসের

ওয়াশিংটন, ১৪ নভেম্বর ঃ সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে বহুবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিল গেটস। এবার তিনি অ্যালঝাইমার্স রোগীদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। অ্যালঝাইমার্সের গবেষণার জন্য লন্ডনের 'ডিমেনশিয়া ডিসকভারি' তহবিলে ৫০ কোটি মার্কিন ডলার অনুদান দিলেন তিনি। তবে 'বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন' থেকে নয়, ব্যক্তিগতভাবেই এই অনুদান দিয়েছেন বিল গেটস। মূলত বয়স্ক লোকেদের মধ্যেই অ্যালঝাইমার্স রোগের প্রভাব দেখা যায়। এই রোগের অন্যতম লক্ষণ হল স্মৃতিভ্রষ্টতা। যদিও এই রোগের কারণ এখনও অজানা। তাই এর চিকিৎসাও অধরা। তবে যত দিন যাচ্ছে, ততই অ্যালঝাইমার্সের প্রকোপ বাড়ছে। বর্তমানে বিশ্বে অ্যালঝাইমার্স রোগীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। আগামীদিনে এটি সারা বিশ্বের কাছে বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। তাই বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত মার্কিন ধনকুবেরও। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, এটি কেবল শারীরিক সমস্যা নয়, এর জন্য মানসিক এবং আর্থিক ক্ষতিও হচ্ছে। বিল গেটসের কথায়, 'চোখের সামনে কাছের মানুষকে অ্যালঝাইমার্স রোগের কবলে পড়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কবলে ঢলে পড়তে দেখাটা খুব কষ্টের। অতীতে আমার পরিবারেরও কিছু মানুষ এই রোগের শিকার হয়েছেন।' তাই অ্যালঝাইমার্সের গবেষণার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

জঙ্গি হামলায় মৃত ২৭

কাবুল, ১৪ নভেম্বর ঃ এবার আফগানিস্তানের পুলিশ ক্যাম্পে হামলা চালাল তালিবান জঙ্গিগোষ্ঠী। সোমবার রাতে কান্দাহার প্রদেশের তিনটি জেলার ১৫টি পুলিশ ক্যাম্পে একসঙ্গে হামলা চালিয়েছে তালিবান জঙ্গিরা। মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ২৭ পুলিশকর্মীর। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। কান্দাহার পুলিশের মুখপাত্র মতিউল্লাহ হেলাল জানান, সোমবার গভীর রাতে মেওয়ান্দ, জাহেরি এবং নাওয়ে জেলার ১৫টি পুলিশ ক্যাম্পে হামলা চালায় তালিবান জঙ্গিরা। তবে পুলিশকর্মীরাও পালটা জবাব দিয়েছেন। দু–পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে পুলিশ কর্মীর পাশাপাশি ৪৫ তালিবান জঙ্গিরও মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছে ৩৫ জন।

মুম্বইয়ে নিলাম দাউদের সম্পত্তি

মুম্বই, ১৪ নভেম্বর ঃ দাউদ ইব্রাহিমকে পাকিস্তান থেকে এদেশে প্রত্যর্পণ করে নিয়ে আসতে না পারলেও, সরকার মুম্বইয়ে তাঁর বেশকিছু সম্পত্তির নিলাম করেছে। মঙ্গলবার দক্ষিণ মুম্বইয়ে দাউদের তিনটি সম্পত্তি নিলাম হয়। নিলাম বাবদ ১১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা উঠেছে বলে জানিয়েছে সরকারি সূত্র। নিলামের আয়োজক কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। হোটেল রউনক আফরোজ (দিল্লি জাইকা নামে পরিচিত), শবনম গেস্ট হাউস এবং দামারওয়ালা বিল্ডিংয়ের ছয়টি ঘরের নিলামে সর্বোচ্চ দর হাঁকে সইফি বুরহানি আপলিফটমেন্ট ট্রাস্ট।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ জাস্টার

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর ঃ অর্থনীতিবিদ কেনেথ জাস্টারকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতে পাঠাচ্ছে আমেরিকা। তিনি রিচার্ড ভার্মার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। আমেরিকার উপরাষ্ট্রপতি মাইক পেন্স টুইটার বার্তায় এখবর জানিয়েছেন। টুইটবার্তায় উপরাষ্ট্রপতি লিখেছেন, 'ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক গভীর। কেনের অভিজ্ঞতা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতায় তা আরও বলিষ্ঠ হবে। তাতে উপকৃত হবেন আমাদের দেশ ও দেশের মানুষ।' জাস্টার যে খুব তাড়াতাড়ি ভারতে যাচ্ছেন তাও জানিয়েছেন তিনি। অর্থনীতিবিদ হিসেবে নাম রয়েছে জাস্টারের। কিছুদিন আগেও তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতির আন্তর্জাতিক অর্থবিষয়ক সহকারী উপদেষ্টা ছিলেন। উপঅধিকর্তা ছিলেন মার্কিন ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিলের। কাজ করেছেন বিদেশমন্ত্রকেও।

আশ্রয় হারিয়ে ।। ভূমিকম্পের পর শেষ সম্বল নিয়ে মাঠে আশ্রয় নিয়েছেন এক মহিলা। ইরানের কেরমানশাহ শহরে এএফপির তোলা ছবি।

ভূমিকম্পে ইরানে মৃত্যুমিছিল

বিস্তীর্ণ এলাকায় ভূমিধস, বন্ধ জল–বিদ্যুৎ

তেহরান, ১৪ নভেম্বর ঃ বছরের ভয়াবহতম ভূমিকম্পের জেরে ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়েছে ইরান–ইরাকের বিস্তীর্ণ অংশ। তবে ক্ষয়ক্ষতির নিরিখে প্রতিবেশীকে পিছনে ফেলে দিয়েছে ইরান। সে দেশের ১৪টি প্রদেশ থেকে হতাহতের খবর মিলেছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কেরমানশাহ, মেহরান, ইলম ও সারপোল–এ–জাহাব এলাকা। রবিবার রাতের ভূমিকম্পে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা ৪১৩। এরমধ্যে শুধু কেরমানশাহতেই মৃত্যু হয়েছে ২৫০ জনের। ইরানের প্রতিরক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, মৃতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সেনা ও সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জওয়ানও রয়েছেন। আহত কমপক্ষে ৮ হাজার মানুষ। এছাড়া বাড়িঘর হারিয়ে খোলা আকাশের নীচে দিন কাটাচ্ছেন প্রায় একলক্ষ মানুষ।

ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, শহরাঞ্চলে উদ্ধারকাজ শুরু হলেও ভূমিধসের জেরে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপর্যয়ের ৭২ ঘণ্টা পরেও প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে পৌঁছোতে পারেনি বিপর্যয় মোকাবিলা দল। ভেঙে পড়া ঘরবাড়ির নীচে এখনও বহু মানুষের আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে। উদ্ধারকাজ শেষ হওয়ার আগে হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানানো কঠিন বলে জানিয়েছেন ইরানের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের এক আধিকারিক। কেরমানশাহের হাসপাতালগুলিতে উপচে পড়েছে আহতদের ভিড়। বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ায় বহু মানুষকে খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাতে হচ্ছে। কম্পনে ফাটল ধরেছে একটি বাঁধে। সেটি যেকোনো সময় ভেঙে পড়তে পারে। আগাম সতর্কতা হিসেবে আশপাশের এলাকা থেকে বহু মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে তৈল শোধনাগার ও তেলের পাইপলাইনগুলি অক্ষত রয়েছে বলে খবর। ইরান–ইরাকে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণসাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে তুরস্ক। মঙ্গলবার সেখান থেকে ইরানে পৌঁছেছে ত্রাণবোঝাই ৩৩টি ট্রাক। সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মার্কিন জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, রবিবারের ভূমিকম্পের পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দু–দেশে ১০০টি–র বেশি আফটার শক্ অনুভূত হয়েছে। তবে ইরাকে ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম। সেখানে ভূমিকম্পের ফলে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহতের সংখ্যা ৫০। রেডক্রসের এক আধিকারিক জানান, 'ইরান সীমান্তবর্তী জনপদগুলি থেকে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গিয়েছে। গ্রামের দিকে বেশকিছু মাটির বাড়ি ভেঙে পড়েছে। সেখানে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু করেছে রেডক্রস।'

> **রবিবার রাতের ভূমিকম্পে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা ৪১৩। এরমধ্যে শুধু কেরমানশাহতেই মৃত্যু হয়েছে ২৫০ জনের।**

'ভারত–মার্কিন সম্পর্ক আরও মজবুত হল'

সামরিক শক্তিতে আমরাই সেরা, দাবি মোদি–ট্রাম্পের

ম্যানিলা, ১৪ নভেম্বর ঃ ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক দিনদিন মজবুত হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতেও সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হবে। ম্যানিলায় নরেন্দ্র মোদি ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠকের পর এমনই বার্তা দিয়েছে হোয়াইট হাউস। তারা বলেছে, গণতন্ত্রের সুরক্ষা এবং সন্ত্রাসবাদ দমনের লক্ষ্যে নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন কাজ করছে। এই কারণেই দুটি দেশেরই সামরিক শক্তিতেও বিশ্বসেরা হওয়া উচিত। অদূর ভবিষ্যতে ভারত ও আমেরিকা প্রতিরক্ষায় পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বাড়াবে বলেও জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। সোমবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, 'মোদি ও ট্রাম্প প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে একমত হয়েছেন। সামরিক শক্তির দিক থেকেও যাতে ভারত ও আমেরিকা অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে, সেই দিকে নজর থাকবে।'

ভারত–মার্কিন যৌথ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হোয়াইট হাউসের প্রিন্সিপাল ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি রাজ শাহ বলেন, ম্যানিলায় আসিয়ান সম্মেলনের ফাঁকে রাজনীতি, বাণিজ্য, নিরাপত্তা সহ দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে কথা হয়েছে মোদি ও ট্রাম্পের। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নিজের সম্পর্কটাকে প্রায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প নিজেও জানিয়েছেন, চিনের সঙ্গে আমেরিকার যত মিল, তার চেয়ে বেশি মিল ভারতের সঙ্গে। আমেরিকার সঙ্গে ভারতের মিত্রতা নিয়ে একই ইঙ্গিত মোদিও দিয়েছেন। রাজের কথায়, 'ভারত আমেরিকার স্বাভাবিক বন্ধু। সেই বন্ধুত্ব আরও বাড়বে ট্রাম্প জমানায়। দুটি দেশই সন্ত্রাসদমন ও গণতন্ত্র রক্ষায় যৌথভাবে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' যদিও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ বলছে, মোদি–ট্রাম্পের এই দৃশ্যমান হৃদ্যতাও আসলে বেজিংকে চাপে রাখার কৌশল ছাড়া কিছু নয়। সেই প্রসঙ্গে রাজের বক্তব্য, 'দিল্লি–ওয়াশিংটনের সম্পর্ক নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। সেই সম্পর্ক কারও উপর নির্ভরশীল নয়।' চিনকে চাপে রাখার জন্য জাপান ও অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে চতুর্ভুজ তৈরির যে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, ট্রাম্প– মোদির বৈঠকে সেই প্রসঙ্গ উঠেছে কিনা জানতে চাইলে রাজের জবাব, 'বিস্তারিত আলোচনা হয়নি। তবে অন্যান্য কথার ফাঁকে বিষয়টি এসেছে।'

এদিকে, ম্যানিলা ছাড়ার আগে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, পূর্ব এশিয়ার উন্নয়ন ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখতে ভারত আসিয়ান–ভুক্ত দেশগুলিকে সবরকম সাহায্য করবে। ভবিষ্যতে আসিয়ান গোষ্ঠীর গুরুত্ব বিশ্ব মানচিত্রে আরও বাড়বে বলেও আশা প্রকাশ করেন মোদি। ম্যানিলায় প্রবাসী ভারতীয়দের একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, ভারত শান্তি ও সম্প্রীতির প্রতি দায়বদ্ধ। গত পাঁচ হাজার বছরে ভারত কখনও কারও উপর হামলা চালায়নি। মহাত্মা গান্ধির দেশ হিসেবে সব সময় বিশ্বে শান্তি রক্ষায় যথাসাধ্য কাজ করার চেষ্টা করেছেন এই দেশের মানুষ। ভবিষ্যতেও ভারত সেই আদর্শেরই অনুসারী হবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদির আসিয়ানে যোগদান নিয়ে বিদেশসচিব এস জয়শংকর বলেন, ভারতের প্রতি আমেরিকা সহ গোটা বিশ্বের যে আশা, তা পূরণ করতে ভারত যে দায়বদ্ধ, সেই কথা এ বার আরও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে ম্যানিলার বৈঠকে।

চিনা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একান্তে বৈঠক মোদির

ম্যানিলা, ১৪ নভেম্বর ঃ ম্যানিলা ছাড়ার আগে মঙ্গলবার চিনা প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াংয়ের সঙ্গে একান্তে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ডোকা লা নিয়ে দীর্ঘ অচলাবস্থার পর এই প্রথম চিনা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হল মোদির। মঙ্গলবার ম্যানিলায় পূর্ব এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের অধিবেশনের ফাঁকে দুই শীর্ষনেতার বৈঠক হয়। তবে ওই বৈঠকে ঠিক কী কথাবার্তা হয়েছে, তা জানা যায়নি। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রবীশ কুমার জানিয়েছেন, এ দিন সম্মেলন চলাকালীনই বিভিন্ন দেশের প্রধানদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথা হয় প্রধানমন্ত্রী মোদির। লি কেকিয়াংয়ের সঙ্গেও তিনি বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন। গত রবিবার ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট রডরিগো দুতের্তের নৈশভোজে যোগ দিয়েছিলেন প্রতিনিধি দেশগুলির রাষ্ট্রনেতারা। সেখানেও একপ্রস্থ কথা হয় মোদি ও লি'র। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে দু'বার সাক্ষাতে আশার আলোই দেখছে রাজনৈতিক মহল। ডোকা লা বিতর্ককে পিছনে ফেলে দুই পড়শি দেশই আবার কাছাকাছি আসতে শুরু করেছে। লি কেকিয়াং ছাড়াও এ দিন মোদির সঙ্গে বৈঠক হয় 'রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ' (আরসিইপি)–ভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদেরও। তবে এ দিন চিনা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরেই আসিয়ান–ভারত সম্মেলনে নাম না করে দক্ষিণ চিন সাগর নিয়ে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'আমাদের এখন যে যার মতো করে সন্ত্রাস ও হিংসার বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের উচিত ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করা। সেই প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই বাড়ছে। দক্ষিণ–পূর্ব এশীয় অঞ্চল যেভাবে অস্থির হয়ে উঠছে, তাতে পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া আমরা এগোতে পারব না।' ৩১তম আসিয়ান সম্মেলন শেষে মঙ্গলবার ম্যানিলা থেকে নয়াদিল্লির উদ্দেশে রওনা দেন প্রধানমন্ত্রী।

স্বাধীনতার প্রচার লন্ডনের বাসে

লন্ডন, ১৪ নভেম্বর ঃ বালুচিস্তানের স্বাধীনতার দাবিতে লন্ডনের বাসে অভিনব প্রচার শুরু হয়েছে। বালুচ জাতীয়তাবাদীরা পাকিস্তান থেকে বালুচিস্তানকে স্বাধীন করতেই এমন পরিকল্পনা নিয়েছে। লন্ডনের বিভিন্ন বাসের দিকে তাকালেই এখন 'মুক্ত বালুচিস্তান', 'বালুচদের বাঁচান' এমন বিভিন্ন ধরনের স্লোগান নজরে আসবে। পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ বালুচিস্তানের স্বাধীনতার দাবিতে বহুদিন থেকেই আন্দোলন শুরু হয়েছে। বালুচরা ছড়িয়ে রয়েছেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। ব্রিটেনে স্বাধীন বালুচিস্তানের দাবিতে প্রচার শুরু করেছে বালুচ জাতীয়তাবাদীরা। কিছুদিন আগে তারা ট্যাক্সির গায়েও পোস্টার লাগিয়ে দিয়েছিল। পাক সরকারের চাপে ব্রিটিশ সরকার পরে ট্যাক্সির গা থেকে ওই বিজ্ঞাপন সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল। বিশ্ব বালুচ সংগঠনের এক সদস্য বলেছেন, 'ট্যাক্সি থেকে বিজ্ঞাপন সরানোর সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করতে আমরা ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। এখন ১০০টি বাসে ওই প্রচার চলছে।'

#FREEBALOCHISTAN

লন্ডনের বাসে স্বাধীন বালুচিস্তানের দাবিতে পোস্টার। – পিটিআই

আমেরিকায় বিদেশি ছাত্র ভরতি কমেছে

ওয়াশিংটন, ১৪ নভেম্বর ঃ ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমেরিকায় বিদেশি ছাত্রদের ভরতির হার কমেছে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, চলতি বছরে সেদেশে ভরতির নিরিখে আন্তর্জাতিক পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। একটি গবেষণা সংস্থার প্রধান রাজিকা ভাণ্ডারীর মতে, 'আমেরিকায় বিদেশি ছাত্রদের সংখ্যা কমার পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। সব দেশ থেকেই পড়ুয়ারা কম সংখ্যায় মার্কিন মুলুকে আসছেন বললে বিষয়টিকে অতি সরলীকরণ করা হবে। তবে গত ১২ বছরের নিরিখে ২০১৬–১৭ শিক্ষাবর্ষে বিদেশি ছাত্রদের সংখ্যা যে কমেছে তা স্বীকার করতেই হবে।' ভাণ্ডারী জানান, কড়া অভিবাসন নীতির ফলে মধ্যপ্রাচ্যের নাগরিকদের আমেরিকায় পড়তে আসার আগ্রহ কমেছে। তবে সবক্ষেত্রে মার্কিন নীতিকে দায়ী করা ঠিক নয়। বিদেশি ছাত্রদের অনেকেই সরকারি বৃত্তি নিয়ে আমেরিকায় পড়তে আসেন। কয়েকমাস আগে সৌদি আরব ও ব্রাজিল সরকার বিদেশে পড়তে যাওয়া ছাত্রদের বৃত্তির পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দু–দেশ থেকে আসা ছাত্রদের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কমেছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার মানচিত্রে জায়গা করে নিচ্ছে ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলি। অনেকেই উচ্চশিক্ষার জন্য সেখানে যাচ্ছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশি পড়ুয়ার সংখ্যা যে কমছে তা একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র ভরতির সংখ্যা থেকেই স্পষ্ট। আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৫ সালে ৪,১০০ জন বিদেশি ছাত্র ভরতি হয়েছিলেন। গত বছর সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩,৫৬৪ জন। ইউনিভার্সিটি অফ সেন্ট্রাল মিসৌরির ছাত্র ভরতি বিভাগের আধিকারিক মাইক গোডার্ড জানিয়েছেন, ২০১৬–র আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ২,৬৩৮। বর্তমানে তা কমে হয়েছে ৯৪৪। বিভিন্ন দেশের মতো ভারত থেকে আসা ছাত্রদের সংখ্যাও কিছুটা কমেছে বলে স্বীকার করেছেন গোডার্ড। যদিও এজন্য অভিবাসন নীতির কড়াকড়িকে দায়ী করতে রাজি নন তিনি। গোডার্ডের বক্তব্য, 'ট্রাম্প প্রশাসন কয়েকটি মুসলিম দেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সেই তালিকায় ভারত নেই। প্রতিবছর আমেরিকায় বহু ভারতীয় মুসলিম ছাত্র পড়তে আসেন। তাঁদের এদেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।'

নির্যাতনের অভিযোগ মানছে না মায়ানমার সেনা

ম্যানিলা, ১৪ নভেম্বর ঃ আসিয়ান সম্মেলনের একটি অধিবেশনে মায়ানমারের নেত্রী সু কি বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের নিরাপদে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র হ্যারি রক জানিয়েছেন। তিনি জানান, 'মায়ানমার বলেছে, তারা কোফি আন্নানের রিপোর্ট রূপায়ণে প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে সমঝোতা চূড়ান্ত হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যেই উদ্‌বাস্তুদের ফিরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হবে।' মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিরা আসিয়ান সম্মেলনের ওই প্লেনারি অধিবেশনে রোহিঙ্গা সংকটের কথা উল্লেখ করে বলে জানা গিয়েছে। সু কি–র এমন প্রতিশ্রুতির কথা ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্টের মুখপাত্রের মাধ্যমে জানা গেলেও মায়ানমারের সেনাবাহিনী মানবাধিকার লঙ্ঘনের যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে। রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন অভিযোগে আন্তর্জাতিক চাপ বাড়তে থাকায় মায়ানমার সেনাবাহিনী অভ্যন্তরীণ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই তদন্ত রিপোর্টে সেনাবাহিনী বলেছে, সেনা জওয়ানরা হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট বা গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়ার কোনো ঘটনায় জড়িত নয়। অথচ রাষ্ট্রসংঘ পর্যন্ত মায়ানমার সেনাবাহিনীর কাজের সমালোচনা করে বলেছিল, ওখানে 'জাতিগত নির্মূল অভিযান' চলছে। সেনাবাহিনীর রিপোর্টে যাই বলা হোক না কেন, রাখাইন রাজ্যে অভিযানের দায়িত্বে থাকা মায়ানমার সেনাবাহিনীর ওয়েস্টার্ন কমান্ডের প্রধানকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সম্মেলনে যোগ দিতে সেদেশে গিয়েছেন বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি–র প্রধান মেজর জেনারেল আবুল হোসেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৪ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল মায়ানমারে গিয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। চারদিনের এই সম্মেলনে মায়ানমারের পুলিশ বাহিনীর প্রধানের নেতৃত্বে ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল যোগ দেবে। ওই সম্মেলনে মায়ানমারের বিদেশমন্ত্রক, প্রতিরক্ষামন্ত্রক, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও শুল্ক বিভাগের অধিকর্তারাও থাকবেন। বিজিবি প্রধান ওই সম্মেলনে অবৈধ অনুপ্রবেশ, সীমান্ত এলাকায় নির্বিচারে গুলি চালানো, স্থল ও আকাশসীমা লঙ্ঘন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবেন বলে জানা গিয়েছে। এরমধ্যে সীমান্ত এলাকায় পুঁতে রাখা মাইন ও বিস্ফোরক সরানোর বিষয় নিয়েও আলোচনা হবে।

মূত্র ব্যাংক গড়ার পরামর্শ গড়করির

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর ঃ মানবমূত্র থেকে ইউরিয়া তৈরি করতে মূত্র ব্যাংক গড়ার পরামর্শ দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি। তাঁর যুক্তি, মূত্র ব্যাংক থেকে ইউরিয়া তৈরি হলে তাতে যেমন কৃষকদের সারের সমস্যা মিটবে, তেমনই বিদেশ থেকে ইউরিয়া আমদানির প্রয়োজনও অনেকটা কমে যাবে। তাঁর কথায়, 'মানবমূত্রে প্রচুর নাইট্রোজেন আছে। কিন্তু তা কাজে লাগানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। এর পুরোটাই নষ্ট হয়। এটা যদি মানবকল্যাণে কাজে লাগানো যায়, আপত্তির কী আছে!' গড়করি বলেছেন, 'ইতিমধ্যে আমরা ফসফরাস ও পটাশিয়ামের জৈব বিকল্প পেয়ে গিয়েছি। তাহলে নাইট্রোজেনের জন্যই বা সেই চেষ্টা হবে না কেন?' এর ফলে দেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি হবে বলেই দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর।

মূত্র ব্যাংক থেকে ১০ লিটারের প্লাস্টিকের পাত্রে মূত্র ভরে নিজেদের এলাকার ব্যাংকে নিয়ে যেতে পারবেন কৃষকরা। সরকারের তরফেই সেই পাত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে এবং লিটারপিছু মাত্র ১ টাকা দিলেই মূত্র কিনতে পারবেন কৃষকরা। গ্রামাঞ্চলেই এই নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করার পক্ষে মত গড়করির। নাগপুরের ধাপেওয়াড়া গ্রামের ল্যাবরেটরিতে গোটা বিষয়টি পরীক্ষা করা হবে বলে তিনি জানান। কিন্তু এমন পরিকল্পনা বর্তমান পরিস্থিতিতে চালু করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে অনেকেরই সংশয় আছে।

পৃথিবীর 'শেষের শুরু' হয়েছে

ওয়াশিংটন, ১৪ নভেম্বর ঃ ঘর বাঁচানোর সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। এখনই সচেতন না হলে আশ্রয়ের সঙ্গে প্রাণও যাবে। এমনটাই মনে করছেন সারা বিশ্বের ১৫ হাজার গবেষক। সম্প্রতি জীববিদ্যা সম্পর্কিত এক জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধে ১৮৪টি দেশের গবেষকরা জানিয়েছেন, পৃথিবীর আয়ু যেভাবে কমছে তাতে অচিরেই তা মানবজাতির বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। গত ২৫ বছর ধরে পৃথিবীর পরিবেশ ও জলবায়ুর ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে মানবজাতির উপর। তাদের মতে, ওজোন স্তরে ভাঙন, জঙ্গলের আয়তন কমে যাওয়া, বায়ুতে কার্বন–ডাই–অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি, ভূমিক্ষয়, পানীয় জলের অভাব, মরুভূমির প্রসার, স্তন্যপায়ী প্রজাতিগুলির ক্রমশ বিলুপ্ত হওয়ার ঘটনা যথেষ্ট উদ্‌বেগজনক। এরসঙ্গে বিপুল জনসংখ্যার চাপে জীববৈচিত্র্যের উপর প্রভাব পড়ছে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে অচিরেই অস্তিত্বের সংকটে পড়বে গোটা মানবজাতি। গবেষকদের মতে, পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে হলে জনসংখ্যা কমানোর পাশাপাশি খাদ্য তালিকাতেও বদল আনা জরুরি। একই সঙ্গে অপ্রচলিত শক্তি সম্পদের ব্যবহার বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে প্রবন্ধে। কিছুদিন আগে পরিবেশ গবেষণা সংস্থা জার্মান ওয়াচ এক সমীক্ষায় জানিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে পৃথিবীজুড়ে বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, মহামারির প্রকোপ বাড়ছে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ ঃ ব্যবসায় বাড়তি আয় হবে। বিদেশে সাফল্য পাবে সন্তান। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা চলবে। মূল্যবান দ্রব্য চুরি হতে পারে। **বৃষ ঃ** অর্থাগমে সমস্যা দেখা দেবে। শারীরিক সমস্যায় ভোগান্তি। অতি আবেগে অপব্যয়। দাম্পত্যে সামান্য কারণে মনোমালিন্য। **মিথুন ঃ** সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। শ্লেষ্মাঘটিত অসুখে দুর্ভোগ। কর্মক্ষেত্রে আটকে থাকা বদলির মীমাংসা। অধ্যাপক, চিকিৎসকগণের শুভ দিন। **কর্কট ঃ** ব্যবসার বাড়তি লগ্নিতে রাশ টানুন। কর্মক্ষেত্রে বিবাদ এড়িয়ে চলুন। উদাসীনতার কারণে বড়ো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। **সিংহ ঃ** ব্যবসায় বড়ো লগ্নি করতে যাবেন না। মায়ের শরীর নিয়ে উদ্‌বেগ থাকবে। সন্তানের মেধার বিকাশ লক্ষ করে তৃপ্তি। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা অর্জন। **কন্যা ঃ** বহুদিনের কোনো স্বপ্নপূরণ হতে পারে। দাম্পত্যে শান্তি ফিরবে। ভ্রমণের পরিকল্পনায় জলপথ বাদ রাখুন। কর্মক্ষেত্রে ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। **তুলা ঃ** আজ সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিত হতে পারেন। দাম্পত্য সমস্যা আজ মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। কোনো মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। **বৃশ্চিক ঃ** ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা হতে পারে। অফিসের কাজে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। গুরুজনের পরামর্শ মেনে নিয়ে দাম্পত্য সমস্যার সমাধান। **ধনু ঃ** অর্থাগম হলেও পরিকল্পনার ভুলে অপব্যয়। সন্তানের শারীরিক সমস্যার জন্যে দুশ্চিন্তা। **মকর ঃ** বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। হঠাৎ কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় ব্যবসায় আরও ভালো বরাত পাওয়ার আশা। **কুম্ভ ঃ** প্রেমের ক্ষেত্রে অন্য কারোর ঈর্ষায় সমস্যা। আজ কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে হতে পারে। **মীন ঃ** প্রেমে মান অভিমান চলবে। অসাবধানতার কারণে কর্মক্ষেত্রে ত্রুটি হওয়ার আশঙ্কা। শারীরিক সমস্যায় ভ্রমণ বাতিল।

দিনপঞ্জি

গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা মতে আজ বুধবার ইং ১৫ নভেম্বর, ২৮ কার্তিক, অ ২৮ কাতি, মুং ২৫ শফর, ফঃ ১১ অগ্রহায়ণ সম্বৎ ১২ মার্গশীর্ষ বদি। তুলা দং ৫।১৭।৪৭ থেকে উদয় মেষ ৩।৫৭।৫৫ বিঃ গতে অস্ত। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৩।১৪ সূর্যাস্ত ঘ ৪।৪৮।৪৫। দ্বাদশী ঘ ১।৫৮।২৯। হস্তানক্ষত্র ঘ ৩।১৯।৫৭। প্রীতিযোগ রাত্রি ঘ ১১।২০।১৭। কৌলবরণ ঘ ১।২৩।৫৯ থেকে তৈতিলকরণ রাত্রি ঘ ১২।১২।৩৫ থেকে গরকরণ। পূর্বদিনের নক্ষত্রের ও রাত্রি ঘ ১২।১৫।১৬ থেকে ২।৪।৬।৭ ।৯।১১।১৩।১৫। ১৬।১৮। ২০।২২।২৪।২৫।২৭ নক্ষত্রের তারাশুদ্ধ। জন্মে–কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ঘ ৮।৫৫।৩৭ থেকে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে দোষোনাস্তি, রাত্রি ঘ ৮।৫।৩৭ থেকে দ্বিপাদদোষ। দক্ষিণে যোগিনী, রাত্রি ঘ ১২।১২।৩৫ থেকে পশ্চিমে। কালবেলা ঘ ৮।৩৭।৭ থেকে ৯।৫৯।৩ সেঃ মধ্যে। বারবেলা ঘ ১১।২০।১২ থেকে ১২।৪৩।৩৬ সেঃ মধ্যে। কালরাত্রি ঘ ২।৩৪।২৪ থেকে ৩।১১।২৯ সেঃ মধ্যে। রাত্রি ঘ ১২।১২।৩৫ সেঃ মধ্যে বেল পরে নিম অভক্ষ্য। যাত্রা নাস্তি নক্ষত্রদোষ, রাাত্রি ঘ ৮।৫৫।৩৭ থেকে যাত্রা শুভ পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১২।১২।৩৫ থেকে তিথ্যামৃতযোগ মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নাস্তি। শুভকর্ম–ঘ ৭।৩৯।৪০ থেকে মুখ্যনামকরণ নববস্ত্রপরিধান দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ রাজদর্শন নাট্যারম্ভ ঔষধকরণ ঔষধসেবন শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ঋণদান ঋণগ্রহণ ধান্যবৃদ্ধিদান শিল্পারম্ভ কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ কম্পিউটার নির্মাণ ও চালান। বিবিধ–দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন ও ত্রয়োদশীর সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ন ঘ ৯।৩১।৪৪ সেঃ মধ্যে একাদশীর পারণ।